রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১০, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯/২৬শে ভাদ্র, ১৪১৬

নিম্ন লিখিত বিলটি ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯/(২৬শে ভাদ্র, ১৪১৬) তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে ঃ—

বা.জা.সা. বিল নং ৬৬/২০০৯

নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর ব্যবহার অথবা দণ্ড এবং এতদসম্পর্কিত বিষয়াদি অথবা ঘটনাবিরোধী সনদের কার্যকারিতা প্রদানে আনীত বিল।

যেহেতু ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর ব্যবহার অথবা দণ্ডবিরোধী একটি সনদ স্বাক্ষরিত হয়েছে; এবং যেহেতু ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর স্বাক্ষরিত অন্তর্ভুক্তির দলিলের মাধ্যমে উক্ত সনদে বাংলাদেশও অংশীদার হয়েছে এবং যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর ব্যবহার ও দণ্ড মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ করেছে; এবং যেহেতু সনদের ২(১) ও ৪ অনুচ্ছেদ নির্যাতন, নিষ্ঠুর, অমানবিক ও লাঞ্ছনাকর ব্যবহার ও দণ্ড অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে নিজ নিজ দেশে আইন প্রণয়ন দাবি করে, এবং যেহেতু বাংলাদেশে উপরিউক্ত সনদে বর্ণিত অঙ্গীকারসমূহের কার্যকারিতা প্রদানে আইনি বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **'সনদ'** অর্থ ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে স্বাক্ষরিত নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর ব্যবহার অথবা দণ্ডবিরোধী সনদ;

(২) **'সরকারী কর্মকর্তা'** অর্থ প্রজাতন্ত্রের বেতনভুক্ত কর্মচারী (নিম্নবর্ণিত ৩ ও ৪ নম্বরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হইবেন), যিনি অপরাপর দেশে প্রযোজ্য আইনের মতো বাংলাদেশের আইনানুসারে তার ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবে;

(৩) **'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা'** অর্থ পুলিশ, র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বাংলাদেশ রাইফেলস, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিশেষ শাখা, গোয়েন্দা শাখা, আনসার, ভিডিপি ও কোস্টগার্ডসহ দেশে আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী সরকারী সংস্থা যা এই বিল আইনে পরিগণিত হইবার পূর্বে দেশে ছিল এবং পরে সৃষ্ট নতুন নামের এ ধরনের কোন সংস্থা;

(৪) **'সশস্ত্র বাহিনী'** অর্থ সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী অথবা অপর কোনো রাষ্ট্রীয় ইউনিট যা বাংলাদেশ প্রতিরক্ষার জন্য গঠিত;

(৫) **'নির্যাতন'** অর্থ এর ব্যাকরণগত প্রকারান্তরসহ কষ্ট হয় এমন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন;

এ. এতদুদ্দেশ্যে ঃ

১. কোনো ব্যক্তি বা অপর কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য অথবা স্বীকারোক্তি আদায়;

২. সন্দেহভাজন অথবা অপরাধী কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান;

৩. কোনো ব্যক্তি অথবা তার মাধ্যমে অপর কোনো ব্যক্তিকে ভয়ভীতি দেখানো ।

বি. বৈষম্যের ভিত্তিতে কোনো কর্মসাধন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, কারো, প্ররোচনা বা উস্কানি, কারো সম্মতিক্রমে অথবা নিজ ক্ষমতাবলে কোনো সরকারী কর্মকর্তা অথবা সরকারী ক্ষমতাবলে এরূপ কর্মসাধন;

(৬) **'হেফাজতে মৃত্যুর'** অর্থ সরকারী কোনো কর্মকর্তার হেফাজতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু, এছাড়া হেফাজত বলিতে অবৈধ আটকাদেশ এবং গ্রেপ্তারকালে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকেও নির্দেশ করিবে, কোনো মামলা স্বাক্ষী হোক বা না হোক জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃত্যুও হেফাজতে মৃত্যুর অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই মৃত্যুর ঘটনা কোনো পুলিশ, বেসরকারী অথবা চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনেও ঘটিতে পারে;

(৭) **'ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি'** হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে এই আইনের অধীনে তার ওপর অথবা তার সংশ্লিষ্ট ও উদ্বিগ্ন এমন কারো ওপর নির্যাতন করা হইয়াছে।

৩। **শাস্তি।**—(১) কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে নির্যাতন করলে তা ঐ ব্যক্তির কৃত একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি যে কিনা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এবং অথবা উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর অধীনে কোনো অপরাধ—

(ক) সাধনে উদ্যোগী হয়,

(খ) সহায়তা এবং ঘটাতে প্ররোচিত, অথবা

(গ) ষড়যন্ত্র করে

তা এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপযুক্ত কোনো আদালতের আদেশ মোতাবেক যদি দেশের লিখিত আইনবলে কোনো ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করা হয় তাহলে তা উপরের উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে কোনো অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে না।

(৪) এই আইনের ২(১) এবং (২) এর অধীনে অপরাধের জন্য দায়ী কোনো ব্যক্তিকে দায়রা আদালতে বিচারের পর অন্যূন পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং কমপক্ষে ২৫ হাজার টাকা অর্থ জরিমানা করা হইবে।

(৫) নির্যাতনের কারণে হেফাজতে মৃত্যু হইলে নির্যাতনকারী ব্যক্তি এই আইনের অধীনে একটি অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) হেফাজতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় যে, এই বিলের ধারা (১) এবং (২) অধীনে দণ্ডযোগ্য অপরাধের ধারাবাহিকতায় উক্ত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তা হইলে যে ব্যক্তি বিলের (১) এবং (২) ধারার দণ্ডযোগ্য অপরাধের কারণে মৃত্যু ঘটনার জন্য দায়ী তাহাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং কমপক্ষে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হইবে।

(৭) এই আইনের ২(১) ও (২) ধারায় বর্ণিত অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (৪) ধার্যকৃত জরিমানার অতিরিক্ত ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিদের প্রদান করিবে।

(৮) এই আইনের ২(১) ও (২) ধারার অধীনে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উল্লিখিত ধারা ২(৬) এ নির্ধারিত জরিমানার অতিরিক্ত অন্যূন ২,০০,০০০(দুই লক্ষ) টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের প্রদান করিবে।

(৯) এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে দণ্ড ঘোষণার দিন থেকে ১৪ দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) অথবা (৮) এ বর্ণিত অর্থ বিচারিক আদালতে জমা দিতে হবে। এই আবিশ্যকতা পূরণ ব্যতীত এই বিলের আওতায় কোনো অপরাধের দণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো আপিল গৃহীত হইবে না।

(১০) কোনো আপিল আদালত কর্তৃক উত্তোলন স্থগিত করা না হইলে বিচারিক আদালত ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধদের অর্থ উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(১১) এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ ১৮৯৮ এর ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োজনরূপ লক্ষ্য ও অভিপ্রায় অনুযায়ী বিচার্য এবং অনাপোষ ও অজামিনযোগ্য।

৪। **যুদ্ধ অথবা অন্য ধরনের অজুহাত অগ্রহণযোগ্য**।—সংশয় দূর করিতে এতদ্বারা ঘোষণা করা হইতেছে যে, এই আইনের অধীনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এমন কাজ সংঘটিত হইয়াছে—

(ক) এমন এক সময় যখন যুদ্ধাবস্থা, যুদ্ধের হুমকি, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অথবা জরুরি অবস্থা জারি ছিল;

(খ) উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা সরকারি কর্তৃপক্ষের আদেশে করা হইয়াছে—এই অজুহাত আত্মপক্ষ সমর্থন হিসেবে গণ্য হইবে না।

৫। **আদালতের এখতিয়ার**।—(১) এই আইনের অধীনে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে সংঘটিত কোনো অপরাধের বিচার বা শুনানির এখতিয়ার দায়রা জজ আদালতের অধস্তন কোনো আদালতের থাকিবে না।

(২) এই আইনের অধীনে অপরাধ যদি (ক) এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হয় যে কি না বাংলাদেশের নাগরিক নয় (খ) অথবা অপরাধ বাংলাদেশের ভূখণ্ডের বাইরে সংঘটিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির লিখিত নির্দেশ মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত দায়রা আদালত উক্ত বিচারকার্য পরিচালনার এখতিয়ারসম্পন্ন হইবে।

৬। অ-নাগরিক।—এই আইনের অধীনে কৃত কোনো অপরাধের জন্য যদি বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি কাছাকাছি অবস্থানকারী তার নিজ দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ লাভ করিবে অথবা সে যদি কোন নাগরিকত্বহীন ব্যক্তি হয় তাহলে সে সাধারণত যে দেশে অবস্থান করিয়া থাকে সে দেশের যথাযথ প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিবে।

৭। প্রত্যর্পণ।—(১) এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটনের কারণে যদি কোনো ব্যক্তি গ্রেফতার হয় তাহলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত করিবে এবং বাংলাদেশ সরকার গৃহীত অনুরূপ বিচারের এখতিয়ার যদি উক্ত দেশে বলবৎ থাকে তাহলে উক্ত অপরাধীকে বিচার অথবা প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ জানাইবে।

(২) নির্যাতনের অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণের জন্য অপর কোনো দেশের সরকার বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানাইলে এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ অনুরোধ জ্ঞাপনকারী দেশকে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত অথবা প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ব্যক্তির বিচার অথবা প্রত্যর্পণ সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৩) কোনো দেশের সরকারের অনুরোধক্রমে নির্যাতনের অপরাধে অভিযুক্ত অথবা সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে ১৯৭৪ সালের প্রত্যর্পণ আইন নম্বর এল (৮) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হইতেছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর পেশ করা হইবে যাতে ঐ ব্যক্তির কৃত অপরাধের বিচার অথবা তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(৪) বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অপর যেসব দেশের সরকারের প্রত্যর্পণ ব্যবস্থা রহিয়াছে (প্রত্যর্পণ আইন এল ৮-১৯৭৪) সেই ব্যবস্থার মধ্যে সনদে উল্লিখিত নির্যাতন এবং নির্যাতনে সহায়তা, প্ররোচনা অথবা ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞা বিধৃত রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

(৫) এই বিল গৃহীত হইবার দিন পর্যন্ত যেসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ ব্যবস্থা নাই সে সব দেশের সঙ্গে সরকার গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সনদকেই প্রত্যর্পণ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করিতে পারিবে।

(৬) নির্যাতন অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সে দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরকার সরবরাহ করিবে।

৮। **আদালতে এই বিলের অধীনে অপরাধের অভিযোগ।**—(১) বিদ্যমান ফৌজদারী কার্যবিধি Criminal Procedure Code 1898 ছাড়াও একজন বিচার কর্মকর্তার সামনে আনীত কোনো ব্যক্তি যদি অভিযোগ করে যে, তাহাকে নির্যাতন করা হইয়াছে তা হইলে বিচার কর্মকর্তা (ক) তাৎক্ষণিকভাবে ঐ ব্যক্তির বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন, (খ) একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা অবিলম্বে তাহার দেহ পরীক্ষার আদেশ দিবেন, (গ) অভিযোগকারী মহিলা হলে রেজিস্টার্ড মহিলা চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) চিকিৎসক অভিযোগকারী ব্যক্তির দেহের জখম ও নির্যাতনের চিহ্ন এবং নির্যাতনের সম্ভাব্য সময় উল্লেখপূর্বক পরীক্ষার একটি রেকর্ড তৈরি করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী এ ধরনের একটি পরীক্ষা করার পর চিকিৎসক ২৪ ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষার একটি রিপোর্ট অভিযোগকারী অথবা তার মনোনীত ব্যক্তিকে এবং একটি কপি আদালতে জমা দিবেন।

(৪) চিকিৎসক যদি এমন পরামর্শ দেন যে পরীক্ষাকৃত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রয়োজন তা হইলে বিচার কর্মকর্তা ঐ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করিবার নির্দেশ দিবেন।

৯। **আদালত মামলা দায়েরের নির্দেশ দিতে পারবে।**—(১) ধারা ৮ (১) (ক) অনুযায়ী বিবৃতি রেকর্ড করিবার পর বিচার কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে বিবৃতির একটি কপি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের কাছে প্রেরণ করিবেন এবং একটি মামলা দায়েরের নির্দেশ দিবেন।

(২) এ ধরনের আদেশপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারের দায়িত্ব হইবে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার তদন্ত করিয়া ৬০ দিনের মধ্যে চার্জ অথবা চার্জবিহীন একটি রিপোর্ট পেশ করা।

(৩) রিপোর্ট দাখিলের সময় উক্ত অফিসার ধারা ৮(১) এর অধীনে বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তিকে তারিখসহ রিপোর্ট দাখিলের আদালত সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) উপরোল্লিখিত উপ-ধারা (৩) এর অধীনে নোটিশপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি নোটিশ গ্রহণের ৩০ দিনে মধ্যে নিজে ব্যক্তিগতভাবে অথবা আইনজীবী মারফত আদালতে আপত্তি জানাইতে পারিবে।

(৫) পূর্বে বর্ণিত ধারা ৮ (১) বলে প্রদত্ত বিবৃতি অনুযায়ী সংঘটিত অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির পদমর্যাদা পুলিশ সুপারের সমপর্যায়ের হলে বিচার কর্মকর্তা ডিআইজির নিচে নয় এমন পদমর্যাদার কোনো অফিসারের দ্বারা মামলার তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিবেন।

(৬) উপরে বর্ণিত উপ-ধারা (১) অথবা (৫) এর অধীনে কোনো কর্মকর্তা ঐ পদর্মাদার নিচে কাউকে তদন্ত করার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন না।

১০। **সুরক্ষা**।—(১) কোনো ব্যক্তি যদি এই আইনে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষার দাবি জানায় তা হইলে এ ব্যাপারে সে দায়রা আদালতে একটি পিটিশন দায়ের করিবে।

(২) রাষ্ট্র এবং যাহার বিরুদ্ধে সুরক্ষা চাওয়া হইয়াছে তাহাকে উক্ত পিটিশনের পক্ষভুক্ত করা হইবে।

(৩) পিটিশন গ্রহণ করিয়া আদালত বিবাদীকে সাত দিনের নোটিশ জারি করিবে এবং ১৪ দিনের মধ্যেই পিটিশনের ওপর একটি আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) উপরে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত এ ধরনের কোনো মামলা নিষ্পত্তিকালে আদালত প্রয়োজনবোধে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাত দিনের অন্তরীণ আদেশ দিতে পারে যা কালক্রমে বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৫) আদালত এই বিলের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের তদন্ত কর্মকর্তাদের আদালতের আদেশ পালন নিশ্চিত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৬) আদালত নিরাপত্তা প্রার্থীদের আবেদন রক্ষার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে আদালত স্থানান্তর এবং বিবাদীর নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করাসহ নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১১। **তৃতীয় পক্ষ দ্বারা অভিযোগ**।—(১) আদালতে হাজির করা কোনো ব্যক্তি যদি নির্যাতনের অভিযোগ করে তাহলে বিচারক উল্লিখিত ১০ ধারা মোতাবেক অভিযোগকারীর বিবৃতির ওপর নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে ঐ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান করবেন।

(২) অভিযোগকারীর বয়ান মোতাবেক অন্তরীণ/আটক অপর কোনো তৃতীয় ব্যক্তির নির্যাতনের কথা প্রকাশ পায় তা হইলে বিচার কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে অকুস্থল পরিদর্শন করা।

১২। **অভিযোগের অপরাপর ধরন**।—(১) উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়া ছাড়াও নির্যাতনের অভিযোগ এনে কেউ যদি পিটিশন দায়েরে ইচ্ছুক হয় তা হইলে সে, এমন কি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হইলেও, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির পক্ষে দায়রা জজ আদালত অথবা, পুলিশ সুপারের নিচে নয় এমন কোনো অফিসারের কাছে পিটিশন দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে পুলিশ সুপার অথবা তার চেয়ে উর্ধ্বতন পদমর্যাদার কোনো অফিসার তাৎক্ষণিক একটি মামলা দায়ের, অভিযোগকারীর বক্তব্য রেকর্ড এবং মামলার নম্বরসহ এই অভিযোগের ব্যাপারে কী কী করা হইয়াছে তা অভিযোগকারীকে অবহিত করিবেন।

(৩) উপরে বর্ণিত উপ-ধারা (২) মোতাবেক অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকারী পুলিশ সুপার অথবা তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অভিযোগের বর্ণনা পরীক্ষা করিয়া ২৪ ঘন্টার মধ্যে দায়রা জজ আদালতে একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন।

১৩। **আপিল।**—(১) এই বিলের অধীনে অপরাধের দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যাইবে।

(২) ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিরাও আপিল অথবা রিভিউর জন্য উর্ধ্বতন আদালতের দারস্থ হইতে পারিবে।

(৩) ধারা ৩(৪) এর সাথে সংগতিপূর্ণ না হলে কোনো আপিল গৃহীত হইবে না।

১৪। **সরকারী অফিস থেকে বরখাস্ত/চাকরিচ্যুতি।**—(১) এই বিলের অধীনে দণ্ডযোগ্য এমন কোনো অপরাধের জন্য যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত চালু থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত থাকে তা হইলে তাৎক্ষণিকভাবে তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হইবে।

(২) সেনাবাহিনীসহ বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে যদি তদন্ত চালু থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তিকে অবিলম্বে সকল সক্রিয় দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

১৫। **বিদ্যমান আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হইলে।**—বাংলাদেশে বিদ্যমান অপর কোনো আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে এই বিলের ধারাসমূহ বজায় থাকিবে।

১৬। **তদন্ত, বিচার ও আপিলের জন্য সময়সীমা**—(১) প্রথম অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার তিন মাসের মধ্যে যে কোনো অপরাধের তদন্ত শেষ করিতে হইবে।

(২) তদন্ত কাজে সময়সীমা বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিলে তদন্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়রা আদালতে উপস্থিত হইয়া বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিবেন।

(৩) ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিদের শুনানি ছাড়া এ ধরনের সময় বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৪) আদালত ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের সময় বৃদ্ধির আবেদনের জন্য অন্তত ৩০ দিন সময় দিবে।

(৫) আদালত যদি মনে করে সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই তা হইলে এ ধরনের আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

(৬) ৩০ দিনের মধ্যে এ ধরনের সময় বৃদ্ধির আবেদনের নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৭) ৩ মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করিবার যে ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে সময়বৃদ্ধির সীমা কোনো ক্রমেই তা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

(৮) এই আইনের অধীনে মামলার বিচার চার্জ দাখিলের দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

(৯) আপিল দায়েরের তারিখ থেকে ৯ মাসের মধ্যে আপিলের নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১৭। **অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ।**—যদি প্রমাণিত হয় যে, কোনো সরকারী কর্মকর্তার গাফিলতি অথবা তার পক্ষে কর্তব্যরত কোনো ব্যক্তির আচরণে অভিযোগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রমাণ করিতে হইবে যে, কোনো ধরনের নির্যাতনের ফলে ঐ ক্ষতি হয় নাই।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার মানুষের মৌলিক মানবাধিকার।

বাংলাদেশের সংবিধানানুযায়ী ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব এবং সংবিধানে সকল নাগরিকের এই অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন, সংবিধানে বলা হয়েছে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী (অনুচ্ছেদ-২৭)।

সংবিধানে আরো বলা হয়েছে, আইনের আশ্রয়লাভ [এবং আইনানুযায়ী] ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতিত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি না ঘটে (অনুচ্ছেদ-৩১)।

লক্ষণীয় যে মানুষের এসব অধিকারের কথা সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও, বিভিন্ন সময়ে সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। আইনের অপপ্রয়োগ করা হয়েছে বারংবার।

কিন্তু রাষ্ট্রের বিভিন্ন দফতর বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা আইন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারের কথা ভুলে যান, ফলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

জনগণকে বিভিন্ন অজুহাতে সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে এবং পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে নির্যাতন করা হয়। বিভিন্ন সময় আইনের হেফাজতে রেখে নিষ্ঠুর অমানবিক নির্যাতন করা হয়। এমনকি নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে অহরহই।

যেখানে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করার কথা সেখানে দিনের পর দিন থানার হাজতেই আসামী/অভিযুক্তকে রাখা হয়। এ ধরনের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রাষ্ট্রের কাঠামোকেই দুর্বল করে। মানুষ হয় অধিকারহীন। আইনের কাছে সাধারণ মানুষ আশ্রয় না পেয়ে হয়ে পড়ে অসহায়।

সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে, আইনের শাসন সুরক্ষিত ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং সাধারণ মানুষকে সরকারী প্রশাসনযন্ত্র এবং পুলিশের বেআইনী আচরণ অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রক্ষাকল্পে ও সাধারণ মানুষের ন্যায় বিচারের সুবিধা নিশ্চিত করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে এ বিলে প্রস্তাব করা হয়েছে।

সাবের হোসেন চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত সদস্য
নির্বাচনী এলাকা ১৮২ ঢাকা-৯।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd